যুগান্তর

তারিখ ... 23 FEB 2009
পৃষ্ঠা ...

# নয় মাসেও ডিগ্রি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করতে পারেনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

এটিএম নিজাম ও বিমল সরকার, *কিশোরগঞ্জ ব্যুরো*

টেস্ট পরীক্ষার ৯ মাস পরেও পরীক্ষার তারিখ এবং রুটিন জানতে না পেরে গভীর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় রয়েছেন ২০০৮ সালের ডিগ্রি পাস ও সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষার্থীরা। পরীক্ষার তারিখ ঘোষণার ব্যাপারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্লিপ্ততা, দীর্ঘ নীরবতা ও উদাসীনতায় পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অভিভাবকদের মধ্যে চরম ক্ষোভ-অসন্তোষ ও হতাশা দেখা দিয়েছে। কিশোরগঞ্জসহ সারাদেশের লক্ষাধিক পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ ফরম পূরণ এবং পরীক্ষার তারিখের অপেক্ষায় এখন উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিয়ে সময় কাটাচ্ছেন। এর আগে চারদফা তারিখ পরিবর্তন করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৭ সালের ডিগ্রি পরীক্ষা শুরু করেছিল ২০০৮ সালের ৩১ মার্চ। তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, দেশে ঘন ঘন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রাদুর্ভাব ও অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিলেও গত এক যুগের মধ্যে ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষা আর কখনও এত দেরিতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কোন নজির নেই। দেশের শিক্ষা বোর্ডগুলো সবসময় ৬ মাস, ৮ মাস কিংবা পুরো এক বছর আগেই এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করে পরীক্ষা গ্রহণ করে আসছে। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এক্ষেত্রে থাকে বরাবরই পিছিয়ে। সারাদেশে সেমিস্টার সিস্টেমের আওতায় এক হাজারেরও বেশি কলেজের নিয়মিত তিনটি সেশনের আনুমানিক দেড় লাখ পরীক্ষার্থী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে ৪০০ নম্বরের করে পরীক্ষায় অংশ নেবেন। কিশোরগঞ্জ সরকারি গুরুদয়াল কলেজ, সরকারি মহিলা কলেজ, বাজিতপুর কলেজ ও কুলিয়ারচর কলেজসহ বিভিন্ন কলেজে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চূড়ান্ত পরীক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে গত বছরের জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত কলেজে কলেজে অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচনী পরীক্ষা। কিন্তু নির্বাচনী পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর ৪-৫ মাস, এমনকি ৮-৯ মাস অতিবাহিত হয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত পরীক্ষার্থীদের ফরমই পূরণ করতে পারেনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৪ সালে যেসব শিক্ষার্থী এইচএসসি পাস করে ডিগ্রি পাস কোর্সে ভর্তি হয়েছিলেন তারাও ওই অপেক্ষমাণ ডিগ্রি পরীক্ষার্থীদের তালিকায় রয়েছেন। এছাড়া ২০০৮ সালে যারা এইচএসসি পাস করেছেন তারা তো গত বছরের জুন থেকে অপেক্ষা করছেন প্রথম বর্ষে ৪০০ নম্বরের পরীক্ষা দেয়ার জন্য। সেমিস্টার সিস্টেম চালুর পর থেকে প্রথম বর্ষে মাত্র ৪০০ নম্বরের পরীক্ষার জন্য আড়াই থেকে তিন বছর সময় লাগিয়ে দেয়া হচ্ছে। পাস কোর্সে সেমিস্টার সিস্টেম চালুর পর ২০০৪ সাল থেকে এক-একটি সেশনের শিক্ষার্থীদের কলেজে নির্বাচনী পরীক্ষা দিয়ে ৪ মাস, ৫ মাস এমনকি ৯-১০ মাস শ্রেণী কক্ষের বাইরে অপেক্ষা করেও পরীক্ষার তারিখ জানা সম্ভব হচ্ছে না এবং এ ধরনের বিড়ম্বনাটি সাংবাৎসরিক। এর মধ্যে মাত্র ৪ বছরের মাথায় পাস কোর্সে সৃষ্টি হয়েছে দুই থেকে আড়াই বছরের সেশনজটের। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন কলেজে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, অপেক্ষমাণ পরীক্ষার্থীরা প্রতিদিনই নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে ফরম পূরণ ও পরীক্ষার তারিখ জানতে এসে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। এ ব্যাপারে বিভিন্ন কলেজের পরীক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের সাথে কথা বললে তারা এসবকে শিক্ষাক্ষেত্রে সময়, অর্থ ও মেধার অপচয় বলে মন্তব্য করেছেন।

**উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় রয়েছে ডিগ্রি পাস ও সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষার্থীরা**